ভারত-যুকতোরাষ্ট্র এনার্জি বার্তালাপ বৈঠক

১. ভারত-যুকতোরাষ্ট্র এনার্জি বার্তালাপ বৈঠক নয়াদিল্লিতে ১১ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয় ।যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া এবং যুকতোরাষ্ট্রের এনার্জি বিভাগের সচিব ডঃ আর্নেস্ট মোনিজ বার্তালাপের যৌথ পৌরোহিত্য করেন। ভারত-যুকতোরাষ্ট্র স্ট্র্যাটেজিক বার্তালাপের বৃহত্তর অঙ্গের অর্ন্তভুকতো এনার্জি বার্তালাপ।২০০৫ সালের মে মাসে এনার্জি বার্তালাপের গোড়াপত্তন হয় এবং সর্বশেষ বৈঠক হয় ওয়াশিংটন ডিসিতে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এনার্জি বিভাগ ও জাতীয় পরীক্ষাগারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়ে গঠিত প্রতিনিধিলের নেতৃত্ব দেন সচিব ডঃ মোনিজ। ভারত ও যুকতোরাষ্ট্র উভয় দেশই এনার্জি ক্ষেত্রে সহযোগিতা,ব্যাপক প্রযুকতিগত উদভাবনীতে উৎসাহ প্রদান, বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা,বাণিজ্য,গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ-বান্ধব প্রযুকতি ও পণ্য নিয়োজনে এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনার্জি সমাধানসূত্র সরবরাহে নিয়ন্ত্রক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দৃঢ় দায়বদ্ধতার কথা ঘোষণা করে।

২. উভয় দেশের কর্মকর্তারা ৫-১১ মার্চ, ২০১৪ বৈঠক করেন এবং ভারত-যুকতোরাষ্ট্র এনার্জি বার্তালাপের অধীনে সহযোগিতার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রগুলি পর্যালোচনা করেন।

৩. বার্তালাপের যৌথ সভাপতি ডঃ আলুওয়ালিয়া এবং সচিব মোনিজ পুর্ননবীকরণযোগ্য শকতি ও আধুনিক প্রযুকতি, শ্যেল গ্যাসে সহযোগিতা,এলএনজি আমদানি,এনার্জি দক্ষতা এবং নিম্ন কার্বন প্রযুকতি বিষয়ে কার্যকরী গোষ্ঠীর কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। যুকতোরাষ্ট্র-ভারত যথার্থ নির্মল শকতি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রর(জেসিইআরজেডিসি) যৌথ সহযোগিতা সংস্থার সদস্যরা সৌরশকতি, অগ্রগামী জৈব-জ্বালানি, ভারত-যুকতোরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের যৌথ গবেষণা প্রকল্পগুলিতে অর্থ সংস্থানের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান-পিএসিএ-আর(পেস-আর) অধীন এনার্জি দক্ষতা গবেষণা বিষয়ে অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করেন।

৪. ভারত ও যুকতোরাষ্ট্র ২০০৯ সালে নিয়োজন, গবেষণা ও নির্মল শকতি উন্নয়নে উচ্চতর নির্মল শকতি অংশীদারি(পিএসিই)র অধীনে সহযোগিতা উল্লেখজনকভাবে বাড়ানোর জন্য সহমত হয়।

৫. ভারত-যুকতোরাষ্ট্র বার্তালাপ একটি চালু কর্মসূচী এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রণ চাহিদার পূর্বাভাস করা,বায়ূ মন্ডল শীতল করার দক্ষতা বৃদ্ধির মতো নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ২০১৩ সালে পিইএসিই(প্রমোটিং এনার্জি অ্যাকসেস থ্রূ ক্লিন এনার্জি) উদ্যোগের গোড়াপত্তন করা হয়। পিইএসিই এনার্জি সুযোগ বৃদ্ধির সুবিধা করে দেওয়া সহ 'অফ-গ্রিড বিজনেস মডেলের জন্য অফ-গ্রিড নির্মল এনার্জি অ্যালায়েন্স' তৈরির মতো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির সুযোগ তৈরি করে দেয়।

৬. ইউএসএডের অংশীদারিতে যোজনা কমিশন চিরস্থায়ী উন্নয়ন বিষয়ে গঠিত কার্যকরী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছে।বার্তালাপ স্তরের বৈঠকে এই গোষ্ঠী এই প্রথম মিলিত হয়। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য এনার্জি তথ্যগুলির ব্যবস্থাপনা, এনার্জি মডেল তৈরি এবং পুনর্নবীকরণ শকতির সুসংহত করা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা।

৭. সহযোগিতা মুলক পদ্ধতির মাধ্যমে এনার্জি ক্ষেত্রে যে প্রগতি হয়েছে তাতে বৈঠকের দুই সভাপতি সমাপ্তি ভাষণে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অভিন্ন স্বার্থের নতুন ক্ষেত্র সহ এই বিষয়ে উদ্যোগগুলি অব্যাহত রাখার জন্য উভয়ে কার্যকরী গোষ্ঠীর সদস্যদের নির্দেশ দেন। পরবর্তী বার্তালাপ বৈঠক যুকতোরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের তারিখ কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতিতে স্থির করা হবে।

৮. যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ভারতের এনার্জি নিরাপত্তা দৃশ্যপট,২০৪৭ প্রযুকতি সম্পর্কে যুকতোরাষ্ট্রের এনার্জি সচিবকে অবহিত করান এবং এনার্জি চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। ডেপুটি চেয়ারম্যান যুকতোরাষ্ট্রে এনার্জি সচিবকে ২০৪৭ ভারতের এনার্জি নিরাপত্তা দৃশ্যপট বিষয়ে দলিলের প্রতিলিপিু প্রদান করেন। তিনি তাঁকে জানান,এই দলিলটি জনসাধারণের জ্ঞ্যাত করার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে এবং যোজনা কমিশনের ওয়েবসাইটে ভবিষ্যত দৃশ্যপটের চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি যুকতোরাষ্ট্রকে এনার্জি দৃশ্যপটের পূর্বাভাস তৈরির পরকিরিয়া তত্ত্ব অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ করেন এবং এই বিষয়ে মতামতকে স্বাগত জানাবেন বলেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। যুকতোরাষ্ট্রের এনার্জি সচিব আমেরিকার এনার্জি দলকে আমন্ত্রণ জানানোয় ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে উভয় দেশের মধ্যে সহয়োগিতা বৃদ্ধির আশা প্রকাশ করেন।

নয়াদিল্লি

১১ মার্চ ২০১৪